পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ২৩তম বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ১৮৪ ধারা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জুন ৩, ২০১৮ তারিখের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্তির নিয়ম অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন (সমন্বিত ও স্বতন্ত্র) প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০২০ সালে করোনা ভাইরাস অতিমারী স্বত্ত্বেও আপনার কোম্পানি প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনার কোম্পানি "স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা", "ব্যায় সংকোচন" ও "নগদ"- এই তিনটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পূর্ববর্তী বছরের চাইতে ২০২০ সালে কোম্পানির বিক্রি ও আয় যথাক্রমে ৮% ও ৯% কম হলেও নিট মুনাফা ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

১.আর্থিক পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা:

কোম্পানির সমন্বিত পরিচালন এবং আর্থিক ফলাফলের তুলনামূলক চিত্রঃ

বিবরন	২০২০ (টাকায় '০০০)	২০১৯ (টাকায় '০০০)	প্রবৃদ্ধি
রাজস্ব	১৬,২২২,৪৮৩	১৭,৮৩৯,৭৫৬	-৯%
কস্ট অব গুডস সোল্ড	১১,৬১৬,৪১০	১৩,৩০৭,৮৫৯	
মোট লাভ	৪,৬০৬,০৭৩	৪,৫৩১,৮৯৭	২%
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	২,৮৪৮,৭৭৮	২,৬৮০,৭৬১	৬%
কর পরবর্তী নিট মুনাফা	২,৩৬১,৩৮৫	১,৭৩৭,৪৫৪	৩৬%
মোট সম্পদ	২৬,২১৮,৯৮৪	২৬,৯২৪,২৯২	
নিট সম্পদ মূল্য	১৭,২৮৯,০৭৫	১৬,১৯৯,২২৭	
নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	৪,৫৪০,৪৯৫	৪,০৮৫,৪১৮	
শেয়ার প্রতি আয়	২.০৩	১.৫০	৩৬%
শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য	১৪.৮৯	১৩.৯৫	
শেয়ার প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	৩.৯১	৩.৫২	
রিটার্ন অন ইক্যুইটি	১৩.৬৬%	১০.৭৩%	
গ্রস মার্জিন	২৮.৩৯%	২৫.৪০%	
নিট মার্জিন বিফোর ট্যাক্স	১৭.৫৬%	১৫.০৩%	
নিট মার্জিন আফটার ট্যাক্স	১৪.৫৬%	৯.৭৪%	

২০২০ সাল ছিল ব্যতিক্রম ও অভূতপূর্ব। সারা বছর জুড়ে করোনার নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তবে কোম্পানির জন্য সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল দ্বিতীয় প্রান্তিক, যে কারণে বিক্রির পরিমাণ কমেছে ৮%। "স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা", "ব্যয় সংকোচন" ও "নগদ" এই তিন বিষয়ে যথাসময়ে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, সঠিক আলোকপাতের মাধ্যমে আপনার কোম্পানি সামর্থের প্রমান দিয়েছে। করোনাকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে নানা অনিশ্চয়তা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও কর্মী, ক্রেতা, সরবরাহকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে আপনার কোম্পানি। বিভিন্ন সাইটগুলিতে সর্বনিম্ন সংক্রমণের হার বজায় রেখে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অতিমারীর সময় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রণয়নে প্রাধান্য প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও বিক্রি দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

২০২০ সালে মূল্য হ্রাস করে পণ্য বিক্রির পরিমান বাড়ানোর চেষ্টা না করে, আপনার কোম্পানি মূল্য ধরে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে কোম্পানির সিমেন্টের মূল্য আনুমানিক মাত্র ১% কমেছে। বকেয়া সংগ্রহের উপর জোর দেয়ায় ২,০৮০ মিলিয়ন নগদ টাকা সংগৃহিত হয়েছে। ২০১৯ সালে ক্রেতার কাছে পাওনা ছিল ১,১৪৮ মিলিয়ন টাকা, যা ২০২০ সালে ৮৪৭ মিলিয়ন টাকায় নেমে এসেছে। এসময় তৃতীয় পক্ষের সাথে প্রতিটা চুক্তি পুনঃ দরকষাকষির মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে ১,৫২৪ মিলিয়ন টাকার সাশ্রয় করা হয়েছে, যা ২০২১ এবং পরবর্তী অর্থ বছরগুলোতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নির্দিষ্ট ব্যয় (ফিক্সড কস্ট) (রয়্যালিটি ও টেকনিক্যাল নো-হাও বাদে) ১৫% এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় ৫% হ্রাস পেয়েছে। আয় ৯% কমেছে, তবে কর পূর্ববর্তী আয় ৬% বেড়েছে এবং ইবিটডা (ঊইওঞঊঅ) ০.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয় হ্রাস এবং দক্ষতা উন্নয়নে গৃহিত সকল উদ্যোগের মাধ্যমেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

হোলসিম সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সাথে আপনার কোম্পানি একীভূত হওয়ার পর ২০২০ সালে প্রথম পূর্ণ এক বছর একক কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। একীভূত প্রক্রিয়া চলাকালীন যে পরিকল্পনা এবং সম্ভবনার কথা শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং শেয়ারহোল্ডারগণ ইতিমধ্যে সুবিধাসমূহ ভোগ করছেন। উদাহরণস্বরূপ, একীভূতকরণের কারণে করের হার পূর্ববর্তী বছরের ৩৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে ১৭% এ এসে দাড়িয়েছে।

২. ডিভিডেন্ড এবং রিটেইন্ড আর্নিংসঃ

মার্চ ২, ২০২১ তারিখের সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য উক্ত বছরে অর্জিত মুনাফা থেকে পরিশোধিত মূলধনের উপর দশ শতাংশ (১০%) নগদ চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। সুপারিশকৃত মোট নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ ১১৬,১৩,৭৩,৫০০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি দশ (১০) টাকা অভিহিত শেয়ারের বিপরীতে এক (১) টাকা লভ্যাংশ।

আগামি ২২ শে এপ্রিল ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদের উপরি উক্ত লভ্যাংশের সুপারিশটি শেয়ারহোল্ডারদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গত ১৪ জানুয়ারী ২০২১ তারিখ একটি লভ্যাংশ নির্দেশিকা প্রদান করে। সে অনুসারে কোম্পানি "লভ্যাংশ বন্টন নীতি" গ্রহণ করেছে, যা ২০২০ সালের বার্ষিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।

সঞ্চিত উপার্জন

ডিসেম্বর ৩১, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরে আপনার কোম্পানির মোট সঞ্চিত উপার্জন বা রিটেইন্ড আর্নিংস ছিলো ৫৪৪,২৪,৬৯,০০০ টাকা যা সমন্বিত আর্থিক প্রতিবেদনের চেঞ্জেস ইন ইক্যুইটি প্রতিবেদনে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে।

৩. ব্যবসা রুপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন:

২০২০ সালে অতিমারী সত্ত্বেও আপনার কোম্পানি মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা এবং বর্তমান সিমেন্ট ও ক্লিঙ্কার উৎপাদনকারী কোম্পানি থেকে একটি পরিপূর্ণ ও বিশ্বস্ত নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুপান্তরিত করার ক্ষেত্রে কোম্পানির যাত্রা সুদৃঢ়ভাবে অব্যাহত রেখেছে। অতিমারী সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি অর্জনে ও গ্রাহকদের সেবা প্রদানে আমরা ছিলাম দৃঢ় প্রত্যয়ী।

কোম্পানির সাম্প্রতিক সফলতার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

হোলসিম ওয়াটার প্রটেক্টঃ

গ্রাহকদের সন্তুষ্টির কথা বিবেচনা করে আপনার কোম্পানি "হোলসিম ওয়াটার প্রটেক্ট" নামে বিশেষ পানি প্রতিরোধী সিমেন্ট বাজারে এনেছে, যা বাংলাদেশে এই প্রথম। নিঃসন্দেহে "হোলসিম ওয়াটার প্রটেক্ট" বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিমিয়াম সিমেন্ট। "হোলসিম ওয়াটার প্রটেক্ট" উদ্ভাবনে গ্রাহকদের চাহিদা, গবেষণা এবং অবকাঠামোতে পানির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির সমাধানের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ একটি বৃষ্টিবহুল দেশ এবং আপনার কোম্পানি বিশ্বাস করে "হোলসিম ওয়াটার প্রটেক্ট" গ্রাহকদের স্বপ্নের বাড়িগুলোকে ড্যাম্পমুক্ত রাখতে সহায়তা করবে।

ক্লিয়ার সাইজ অ্যাগ্রিগেটসঃ

বাংলাদেশে অ্যাগ্রিগেটসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে এই খাতে ব্যবসা করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশে পাথরের বাণিজ্যিক কোন খনি নেই। তাই অ্যাগ্রিগেটসের বাজার পুরোটাই আমদানি নির্ভর। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০ মিলিয়ন টন অ্যাগ্রিগেটসের চাহিদা রয়েছে। আপনার কোম্পানির সুরমা প্ল্যান্টে প্রতি বছর ১.২ মিলিয়ন টন ক্লিয়ার সাইজ অ্যাগ্রিগেটস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক ক্রাশিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা ক্লিয়ার সাইজ অ্যাগ্রিগেটসের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছি। বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির অ্যাগ্রিগেটস ব্যবহার করে এবং মূলত তারাই আমাদের গ্রাহক। এই ব্যবসার মাধ্যমে আপনার কোম্পানি অন্য প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে থাকবে এবং আমরা বিশ্বাস করি সিমেন্ট বিক্রিতেও এর প্রভাব পড়বে। এই ব্যবসা শুরুর মাধ্যমে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী যেমন রেডিমিক্স ব্যবসার দ্বারও উন্মোচিত হবে এবং আপনার কোম্পানি একটি পরিপূর্ণ নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুপান্তরিত হবে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিজিটালঃ

২০২০ সালে করোনা অতিমারীতে সমগ্র বিশ্বই টিকে থাকার জন্য ডিজিটালাইজেশনের উপর জোর দিয়েছে। আমরা করোনা অতিমারী শুরুর আগেই সিমেন্ট খাতের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ডিজিটালাইজেশনের জন্য কাজ করছিলাম। করোনা অতিমারীর কারণে এই ক্ষেত্রে গতি আসে। পরিবর্তিত ব্যবসা ও বাজারের চাহিদা মেটাতে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আমাদের প্রথাগত ব্যবসায়িক পদ্ধতি, পুরোনো প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতাগুলো নবায়ন করেছি। প্রযুক্তির কারণে আমাদের ব্যবসা পরিচালনায় গতি এসেছে এবং আমাদের গ্রাহকেরাও খুব দ্রুত এর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় আমাদের সর্বোচ্চ মনোযোগ ছিলো আমাদের কর্মী ও স্টেকহোল্ডারদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা। এর পাশাপাশি আমাদের উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে ডিজিটালাইজেশন অন্যদের থেকে আমাদের আলাদা করেছে। আমাদের উদ্যোক্তা লাফার্জহোলসিম গ্রুপ ও সিমেন্টোস মলিন্স গ্রুপ সব সময়ই সেরা সেবা নিশ্চিতকরণে জোর দিয়ে থাকে। আপনার কোম্পানির নিজস্ব শক্তিশালী তথ্য-প্রযুক্তি ও ডিজিটাল টিম রয়েছে যারা স্বল্প খরচে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবনে সক্ষম।

২০২০ সালে আমরা সতেরোটি ডিজিটাল সমাধান বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। লজিস্টিক সেবা, সাপ্লাই চেইন প্ল্যানিং, ডিজিটাল কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স, পরিচালনা পর্ষদের সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটালি করার মাধ্যমে আমরা অন্যদের জন্য উদারহণ তৈরী করেছি।

আপনার কোম্পানি ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদানে অঙ্গিকারবদ্ধ।

নেট জিরো জলবায়ু অঙ্গীকারঃ

আপনার কোম্পানি বিশ্বাস করে ব্যবসা, শেয়ারহোল্ডার এবং সমাজে মূল্যবোধ তৈরীতে টেকসই হওয়ার কোন বিকল্প নাই। লাফার্জহোলসিম গ্রুপের অংশ হিসাবে আমরা এই মূল্যবোধ তৈরীতে অঙ্গিকারবদ্ধ এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমরা বিশ্বকে অধিকতর সবুজ, পরিবেশ বান্ধব এবং অধিকতর বসবাস উপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

নেট জিরো অঙ্গিকার পূরনে আমরা বিজ্ঞাণভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি এবং সবুজ নির্মাণের মতো কঠিন লক্ষ্য অর্জনে আমরা সচেষ্ট। সবুজ নির্মাণের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে নেট জিরো জলবায়ু প্রতিশ্রুতিতে আমাদের কার্বন নিঃসরণকে কমিয়ে আনতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোন একটি কোম্পানির একার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। জলবায়ু রক্ষায় বিশ্বের স্থাপত্যবিদ ও নীতি নির্ধারক সকলেরই সমন্বিত সহযোগিতা প্রয়োজন। লাফার্জহোলসিম গ্রুপ ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কম কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে ব্যবসার রূপান্তর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং সে লক্ষ্য পুরণে আপনার কোম্পানি অবদান রাখছে।

৪. উৎপাদন কার্যক্রম ২০২০ঃ

স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাঃ

স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা আপনার কোম্পানির প্রধান মূল্যবোধ। আমরা তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি। আমাদের কর্পোরেট সংস্কৃতিতে যে কোন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অগ্রাধিকার পায়। আমরা জিরো হার্ম নীতিতে বিশ্বাসী এবং ব্যক্তি, লোকালয় ও পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে কাজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংস্কৃতি অব্যাহতভাবে উন্নত করার মানসিকতা নিয়ে আমরা বাংলাদেশ এবং ভারতের মেঘালয়ে আমাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করি। ২০২০ সাল সহ পর পর তিন বছর আপনার কোম্পানি লস্ট টাইম ইনজুরি (কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি) ছাড়া কার্যক্রম পরিচালনা করলো। কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন হয় এমন সামান্য শারীরিক আঘাতও হ্রাস করতে সব সময় চেষ্টা করে আসছি। কোম্পানির সকল কর্মী ও ঠিকাদার কর্মীরা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারেন সে জন্য কোম্পানি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দূর্ঘটনা কমিয়ে জিরো হার্ম বাস্তবায়ন করতে আমারা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছি।

আপনার কোম্পানি কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে প্রচুর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আমারা সক্রিয়ভাবে সকল ঝুঁকি শনাক্ত করেছি এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক কার্যাবলী পরিচালনা করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এটিই একমাত্র ঝুঁকি ছিলো না। বিভিন্ন ঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার জন্য আমাদের সুনাম রয়েছে। আমাদের সকল ব্যবসাস্থল ও উৎপাদনস্থলগুলোতে বিশেষ দল কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাযথ ও দ্রুত ব্যবস্থা নেবার জন্য নিয়োজিত আছে। কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশনা সকল কর্মী এবং ঠিকাদারদের পরিপূর্ণভাবে অবহিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় সময় আমরা জরুরী সহযোগিতা পরিকল্পনা, শারীরিক পরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত সহযোগিতা নিশ্চিত করেছি যা ২০২১ সালেও চলমান রয়েছে।

উৎপাদনঃ

ছাতকের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্ল্যান্ট এবং ঢাকা ও খুলনায় তিনটি গ্রাইন্ডিং স্টেশন থেকে বছরে ৪.২ মিলিয়ন টন সিমেন্ট ও ক্লিঙ্কার উৎপাদন করতে সক্ষম আপনার কোম্পানি। এছাড়া ভারতের মেঘালয়ে চুনাপাথরের খনি থেকে বছরে ৫ মিলিয়ন টন চুনাপাথর উৎপাদন ও আমদানি করার অনুমতি রয়েছে।

সিমেন্ট উৎপাদন ২০২০

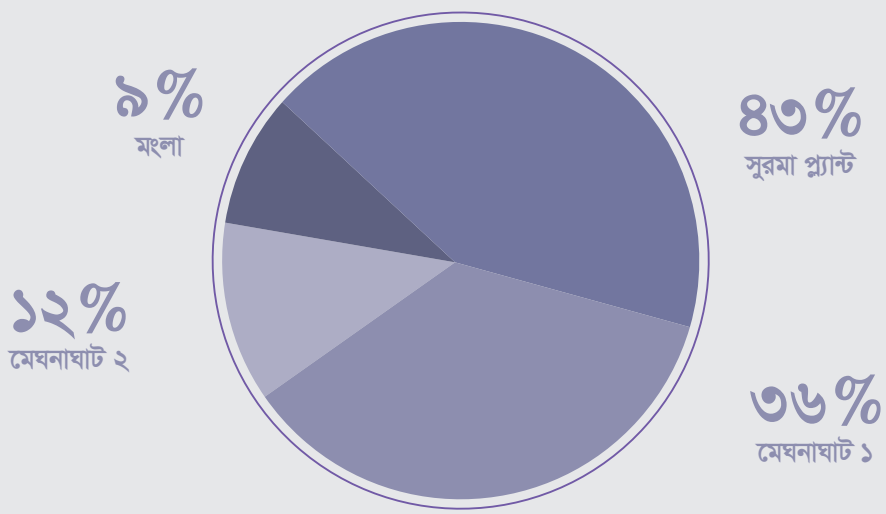

সুরমা প্ল্যান্টের কার্যক্রমঃ

২০২০ সালে অতিমারীজনিত কারণে সুরমা প্ল্যান্ট চল্লিশ কার্যদিবস বন্ধ ছিল এবং অনেকদিন উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও সুরমা প্ল্যান্ট ১,১৮০ কিলোটন ক্লিঙ্কার এবং ১,০৫৭ কিলোটন সিমেন্ট উৎপাদন করেছে। সরঞ্জামের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, জ্বালানি ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির জন্য প্ল্যান্ট কর্মীগণ ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে এবং এই বিশেষ অবস্থা মোকাবেলায় একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পূর্বে যে সকল কাজ করার জন্য বিশেষজ্ঞ ঠিকাদার নিয়োগ করা হতো সে সকল কাজ কোম্পানির কর্মীরা নিজেরাই সুনিপুণভাবে সম্পাদন করে স্থায়ী ব্যয় (ফিক্সড কস্ট) হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সুরমা প্ল্যান্ট টানা পঞ্চম বারের মতো লাফার্জহোলসিম গ্রুপের "রাউন্ড রবিন টেস্ট" প্রতিযোগিতায় ১০০% ল্যাবরেটরি অ্যাকুরেসি ইনডেক্স অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী লাফার্জহোলসিম গ্রুপের ১৫৩টি প্ল্যান্টের মধ্যে সেরা ছয়ে অবস্থান করছে সুরমা প্ল্যান্ট। বাজারে উন্নতমানের পণ্য সরবারহ বজায় রেখে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুরমা প্লান্টের কর্মীদল বদ্ধপরিকর।

সুরমা প্ল্যান্ট ক্লিংকার উৎপাদন (কিলোটন) (২০১৬-২০২০)

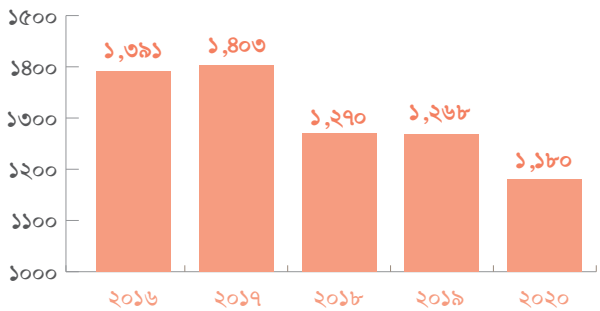

সুরমা প্ল্যান্ট সিমেন্ট উৎপাদন (কিলোটন) (২০১৬-২০২০)

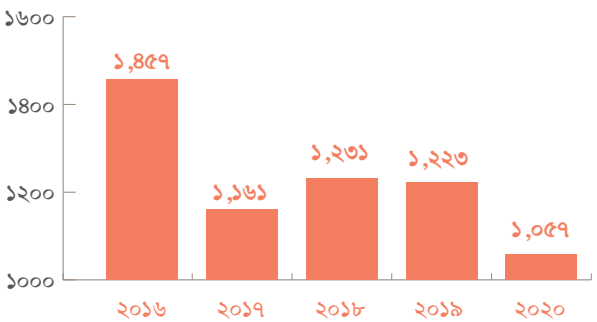

২০২০ সালে ক্লিঙ্কার এবং সিমেন্টের উৎপাদন তুলনামূলক হ্রাসের কারণঃ (১) গ্যাস বিক্রয় চুক্তির আওতায় জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড কর্তৃক অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ না করা; (২) অন্যান্য গ্রাইন্ডিং ইউনিটগুলোতে সুপারক্রিট সিমেন্টের ফলপ্রসু উৎপাদন; এবং (৩) ২০২০ সালে অতিমারী পরিস্থিতি।

মেঘনাঘাট ১, মেঘনাঘাট ২ এবং মংলা প্ল্যান্টের উৎপাদন:

অতিমারীর কারণে প্ল্যান্টের কার্যক্রমের সময় কমানো হয়েছিল। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মেঘনাঘাট ও মংলা প্ল্যান্ট যথাক্রমে ১,৪১৬ কিলো টন ও ১,৪১১ কিলো টন সিমেন্ট উৎপাদন করেছে, যা প্রতিষ্ঠার পর এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

বিদ্যুৎ ব্যবহার, ক্লিংকার এবং নেট উপলভ্যতা সূচক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্ল্যান্টগুলো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করা হয় মেঘনা প্ল্যান্টে।

মেঘনাঘাট ও মংলা সিমেন্ট উৎপাদন (কিলোটন) (২০১৬-২০২০)

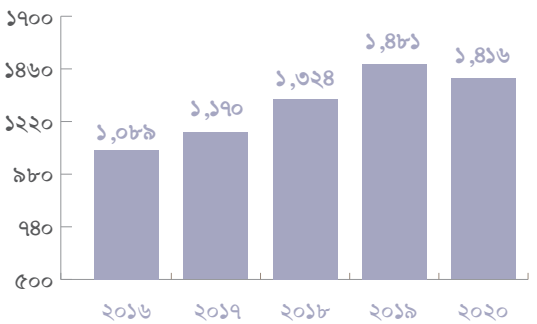

ভারতের মেঘালয়ে চুনাপাথর খনি:

২০২০ সালে, লাফার্জ উমিয়াম মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড (আপনার কোম্পানির সহযোগী সংস্থা) ২.১০ মিলিয়ন টন চুনাপাথর রপ্তানি করেছে, যা ২০১৯ সালের ২.২৯ মিলিয়ন টনের তুলনায় সামান্য কম। ভারত সরকার এবং মেঘালয় রাজ্য সরকার কর্তৃক কোভিড-১৯ অতিমারীর জন্য আরোপিত লকডাউনের কারণে ২৫ শে মার্চ ২০২০ থেকে ৪৫ দিনের জন্য খনির কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এই প্রতিবন্ধিকতা সত্ত্বেও খনি কর্মীরা একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যাতে করে খনন এবং ক্রাশিং ব্যয় কমানো যায়।

২০২০ সালে খনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৩৩ কিলোভোল্ট (কেভি) গ্রিড পাওয়ার লাইন স্থাপন করা হয়েছে। কোয়ারিতে গ্রিড পাওয়ারের সহজলভ্যতা ডিজেলের উপর নির্ভরতা দূর করবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে সহায়তা করবে। আমরা আশা করছি ২০২১ সালের এপ্রিল/মে মাস থেকে এটি চালু হবে, যা প্রতি টনে চুনাপাথর উৎপাদনে ২৮ ভারতীয় রুপি ব্যয় হ্রাস করবে। বর্তমানে টন প্রতি বিদ্যুৎ ব্যয় ৪৪ রুপি যা কমে ১৬ রুপি হবে।

ক্যোয়েরি উৎপাদন (কিলোটন) (২০১৬-২০২০)

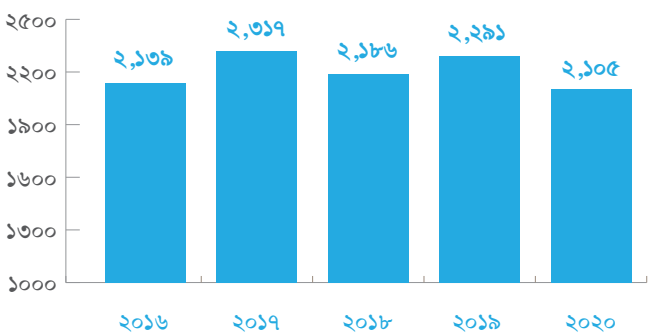

জিওসাইকেলঃ

আপনার কোম্পানির একটি টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির নাম জিওসাইকেল, যা টেকসই পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

শিল্প, কৃষি এবং পৌর বর্জ্য ব্যবস্থপনায় জিওসাইকেল কাজ করে যাচ্ছে। 'কো-প্রসেসিং' এর মাধ্যমে সুরমা প্ল্যান্টে জিওসাইকেল এর আওতায় ৮,০০০ টনেরও বেশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। এসব বর্জ্যের মধ্যে স্ল্যাজ, বাল্কি সলিডস, প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং এবং বিভিন্ন ধরণের তরল ও রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের সাথেও নিবিড়ভাবে কাজ করছে আপনার কোম্পানি। শিল্প ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস এবং আইসিডি কমলাপুর কাস্টমস হাউস আপনার কোম্পানির জিওসাইকেল প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে এবং ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণ জটিল তরল এবং রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেছে।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে জিওসাইকেল কো-প্রসেসিং সেবাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পগুলো নিজস্ব উদ্যোগে সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রাহকদের কষ্ট লাঘব করতে জিওসাইকেল টিম নিজেরাই বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের ব্যবস্থা করছে যা আগে গ্রাহক নিজে করতো।

বিক্রয় ও বিপণনঃ

ক্রেতা, ডিস্ট্রিবিউটর বা বিতরণকারী ও খুচরা বিক্রেতা - আমাদের ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁদের সাথে আমাদের দৃঢ় সম্পর্ক উন্নয়নে আপনার কোম্পানি সর্বদা সচেষ্ট। আমরা সর্বদা তাদের পাশে আছি এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জনে আমরা আমাদের পরিসেবাকে আরও উন্নত করার জন্য কাজ করছি। ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনে অন্যতম উদ্যোগ আমাদের নতুন পণ্য "হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট"। এখন আমাদের চারটি (৪) পণ্য রয়েছে - সুপারক্রিট, হোলসিম স্ট্রং স্ট্রাকচার, হোলসিম রেড (ওপিসি) এবং হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট, যা ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের ক্রেতাদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

গ্রাহকের আস্থা ধরে রাখার লক্ষ্যে আমরা আমাদের সম্মানিত অংশীদারদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল এবং অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আর.এম.এস. (খুচরা বিক্রেতাদের জন্য সফটওয়্যার) এবং ক্রেতা পোর্টালের মতো অটোমেশন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্ডার নেওয়া এবং অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। দূরদূরান্তের খুচরা বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এসএমএস এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো সহজ ও সরল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে 'টেলিসেলস' চালু করা হয়েছে। ২০২০ সালে আমাদের বিপণনের কার্যক্রমগুলো সাফল্যের সাথে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা আমাদের ব্র্যান্ডের মান বৃদ্ধি করেছে এবং সুলভ মূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছেছে। আমরা সামাজিক মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে নতুন নতুন ডিজিটাল প্রচারণা ও পোস্টার পরিবেশন করার মাধ্যমে আমাদের বিজ্ঞাপন বাড়িয়েছি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে আমাদের কার্যাবলী ও প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আমরা স্থপতি, রাজমিস্ত্রি, গৃহ নির্মাণকারী ও নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের সাথে সংযুক্ত হতে পেরেছি।

আপনার কোম্পানি গত দুই দশক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে যে ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করেছে, তার ইতিবাচক ফলাফল এখন পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মতো প্রতিযোগিতামূলক এবং সীমাবদ্ধ সিমেন্টের বাজারে ধারাবাহিকভাবে ক্রেতার আস্থা, প্রিমিয়াম মূল্য ও ব্র্যান্ড ভ্যালু ধরে রাখা প্রকৃত অর্থেই প্রশংসার দাবীদার। ২০২০ সালে বাজার পরিস্থিতি যখন সিমেন্টের মূল্যের উপরে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে, কোম্পানির ব্র্যান্ড সুপারক্রিট এবং হোলসিম উচ্চ মূল্য বজায় রাখতে সফল হয়েছে, যা ব্র্যান্ডগুলোর গুণগতমান ও ক্রেতার আস্থার প্রমাণ। ২০২০ সালে যখন বাজারে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরী হয় তখন আমরা "স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা", "ব্যয় সংকোচন" ও "নগদ", এই তিন বিষয়ে আলোকপাত করি। নগদ বিক্রয় ও বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হয় । আমাদের বিক্রয় কর্মীদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ফলে অপরিশোধিত বকেয়া আদায় নিশ্চিত হয়েছে এবং ২৫% ডে সেলস আউটস্ট্যাণ্ডিং (ডিএসও) হ্রাস পেয়েছে। দক্ষতার সাথে আমরা বিক্রয় খরচ কমিয়ে আনতে সক্ষম হই।

২০২০ সালের আরেকটি অর্জন, ক্রেতাদের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনা। আপনার কোম্পানি এসময়ে ৭,০০০ খুচরা বিক্রেতা, ৫০০ ডিলার এবং ৪০০ ব্যবসায়িক ক্রেতাকে সাথে নিয়ে নিজ অবস্থান দৃঢ় করেছে।

লজিস্টিক ও প্রকিউরমেন্টঃ

২০২০ সালে "স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা", "ব্যায় সংকোচন" ও "নগদ" এই তিন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট ও লজিস্টিকস টিম কোম্পানিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ব্যয়ের ভিত্তি পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কাজের গতানুগতিক পদ্ধতিগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানির সমস্ত ক্রয় পত্র (পারচেজ অর্ডার) এবং ক্রয় চুক্তি পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ১,৫২৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে যা মোট ব্যয়ের ১৭%। ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে ২০১৯ সালের তুলনায় সামগ্রিকভাবে ২৬% ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ব্যবসা প্রক্রিয়া সরলীকরণ, পরিচালন দক্ষতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে দ্রুত ফলাফল পাওয়া গেছে।

আপনার কোম্পানি আমদানি করা কাঁচামাল সামগ্রীর ইনভেন্টরি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানির উৎপাদন অব্যাহত রেখেই নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কমানো সম্ভব হয়েছে। ইনবাউন্ড লজিস্টিকসে প্রতিনিয়ত দক্ষতা বেড়েছে। ফলস্বরূপ আপনার কোম্পানির মাদার ভেসেল কার্যক্রমে কোনো জরিমানা দিতে হয়নি বরং দ্রুততার সাথে মাদার ভেসেলগুলো ডিসচার্জের কারনে আর্থিক লাভ হয়েছে। ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড লজিস্টিকসে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা এসেছে এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। নেটওয়ার্ক অপটিমাইজেশন এবং ট্রান্সপোর্ট অ্যানালিটিক সেন্টার এর মতো নতুন ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে লজিস্টিক বিভাগের ডিজিটালাইজেশন উন্নত হয়েছে। বিতরণ ব্যয় হ্রাস করার জন্য অনেক সহজ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেমন ডিস্ট্রিবিউশন মডেলে পরিবর্তন করা, ডিপো বা গুদাম ব্যবহার না করে নতুন ঘাট (ক্রস ডকিং পয়েন্ট) খোলা এবং ক্রেতা বাজারের কাছাকাছি পৌঁছানো। এই সুপরিকল্পিত, উদ্ভাবনী এবং সাহসী উদ্যোগের সাহায্যে লজিস্টিক খাতে কোম্পানির নির্দিষ্ট ব্যয় (ফিক্সড কস্ট) ২০১৯ সালের এর তুলনায় ৩৪% এবং সামগ্রিক বিতরণ ব্যয় ১৯% হ্রাস পেয়েছে। আগামী বছরগুলোতে কোম্পানির অন্যতম লক্ষ্য হলো নেটওয়ার্ক অপটিমাইজেশন বৃদ্ধি ও আরও নতুন নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা।

মানব সম্পদঃ

কর্মীদের জন্য সর্বোত্তম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই মানব সম্পদ বিভাগের লক্ষ্য। এ জন্য বিভাগটি সক্রিয়ভাবে উন্নত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিগুলো প্রণয়ন করে। সকলকে নিয়ে একটি মৌলিক কর্পোরেট সংস্কৃতি তৈরীর মাধ্যমে কোম্পানির সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে বিভাগটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোম্পানি করোনা অতিমারীর সময় সকল কর্মীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে এবং "বাসস্থান থেকে কাজ" বা "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অতিমারীর সময়ে বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের জন্য অবিচ্ছিন্ন সহায়তা এবং ক্রমাগত সমর্থন বিক্রয় কার্যক্রমে পার্থক্য তৈরি করেছে।

কোম্পানির সকল কর্মীর সুস্বাস্থ্য ও কাজের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে। কাজের সময় নির্ধারণে একাধিক সুযোগ থাকায় কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন আমরা ডিজিটালাইজেশন এবং নতুন কাজের উপায় গ্রহণ করি, মানব সম্পদ বিভাগ এটা নিশ্চিত করে যে কর্মীদের সঠিক দক্ষতা রয়েছে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে প্রশিক্ষণ নেয়ার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আপনার কোম্পানি কর্মীদের প্রতিনিয়ত উন্নতিতে বিশ্বাস করে। কর্মীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি এবং মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরীর মাধ্যমে একটি সুন্দর কর্ম পরিবেশ তৈরীতে সফল হয়েছে আপনার কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে খোলামেলা ও নিয়মিত আলোচনা আয়োজনের মাধ্যমে মানব সম্পদ বিভাগ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ব্যবসায়িক নীতিমালা ও নৈতিকতাঃ

আপনার কোম্পানি বাংলাদেশের একটি প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্পোরেট নাগরিক এবং আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে কঠোরভাবে আইন মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুষ্ঠু ব্যবসায়িক নীতিমালা (কোড অব বিজনেস কন্ডাক্ট) ঘুষ ও দুর্নীতি বিরোধী নীতিমালা (এন্টি ব্রাইবারি এন্ড করাপশন পলিসি) ও প্রতিযোগিতা আইন অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করা আমাদের দৈনন্দিন কর্মদিবসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কোম্পানির প্রতিটি কর্মীর জন্য এই নীতিমালা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

আইন ও নীতিমালা মান্য করা (কমপ্ল্যায়েন্স) আপনার কোম্পানির জন্য শুধুমাত্র বাধ্যতামূলকই নয়, বরং এটি আমাদের ব্যবসা পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রযোজ্য আইন, নীতি ও পদ্ধতিগুলো মেনে চলা আমাদের ব্যবসায়িক সংস্কৃতি এবং প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে গভীরভাবে প্রথিত। আমরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রযোজ্য আইনানুসারে ব্যবসা পরিচালনা করি। আমাদের কমপ্ল্যায়েন্স প্রোগ্রাম এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে ঝুঁকি মূল্যায়ন, পর্যাপ্ত ঝুঁকি চিহ্নিতকরন, নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন, যোগাযোগ ও প্রশিক্ষন, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা নিশ্চিত করে।

এর ফলে ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, প্রতিযোগিতা আইন মেনে চলা ও একচেটিয়া মূল্য নির্ধারণ না করা, নিষেধাজ্ঞা ও বাণিজ্য বিধিনিষেধ, তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষা এবং গোপনীয়তাসহ সকল ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। কমপ্ল্যায়েন্স প্রোগ্রামটি আমাদেরকে জালিয়াতি সনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে। কর্মক্ষেত্রে কোনো অনিয়মের শিকার হলে কর্মীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অডিট কমিটির প্রতিটি সভায় কমপ্ল্যায়েন্স বিষয়ে মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই করা হয় এবং প্রয়োজন মনে করলে অডিট কমিটি কোম্পানির নির্বাহীদের পরামর্শ দেয়। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের শর্ত অনুসারে মনোনয়ন এবং রেমুনেরেশন কমিটি (এনআরসি) কাজ করছে। এনআরসি পরিচালনা পর্ষদ ও শীর্ষস্তরের নির্বাহী সদস্যদের জন্য মানদন্ড, স্বতন্ত্র পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য এবং শীর্ষ স্তরের নির্বাহীদের পারিশ্রমিকের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক মূল্যায়নঃ

পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যেবৃন্দের অংশগ্রহণে ২০২০ সালে পরিচালনা পর্ষদের মূল্যায়ন করা হয়। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী এনআরসি উক্ত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানদন্ড তৈরি করা করে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ এর কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ক বিবৃতিতে উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত রয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরিচালনা পর্ষদকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করার জন্য উন্নতির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছে। সুপারিশগুলি যত্ন সহকারে বাস্তবায়ন করা হবে।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এবং টেকসই উন্নয়নঃ

২০২০ সালে আপনার কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অতিমারীর জন্য যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিলো তা মোকাবেলা করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জোর দিয়েছিলো। স্থানীয় জনসাধারনের জীবন মানের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে কোম্পানির নিয়মিত সিএসআর কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো।

অতিমারী চলাকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হওয়ার কারণে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছিলেন। একটি সামাজিক দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনার কোম্পানি তাঁদের পাশে দাড়িয়েছিলো। কোম্পানির সকল কর্মী তাঁদের একদিনের বেতন ত্যাগের মাধ্যমে একটি তহবিল তৈরী করে। কোম্পানিও সম পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়। এই তহবিলের অর্থ করোনা অতিমারীর সম্মুখ যোদ্ধা, স্বাস্থ্য কর্মী এবং স্থানীয় জনগনের সুরক্ষা নিশ্চিতে ব্যবহার করা হয়।

করোনা অতিমারীর সময় আপনার কোম্পানির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ছাতক, সোনারগাঁও ও মংলা এবং ভারতের মেঘালয়ের শেলা এবং নংট্রাইয়ের ৪,০০০ এর অধিক পরিবারকে খাদ্য ও প্যাকেট দুধ বিতরণ করা হয়েছে। অতিমারীর একেবারে শুরুর দিকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) ঘাটতি ছিল, বিশেষ করে মাস্কের। আপনার কোম্পানি স্থানীয়দের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ মাস্ক বিতরণ করেছে। স্থানীয় পৌরসভা এবং এনজিওর সহযোগিতায় ৬০টি হাত ধোয়ার ইউনিটও স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় ও সহযোগিতায় এ সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

"ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির" মাধ্যমে আপনার কোম্পানি কোভিড-১৯ মনোনীত হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ৫৫০টি উচ্চ মানের পিপিই বিতরণ করেছে। 'ফ্রেন্ডশিপ' নামের একটি এনজিওর মাধ্যমেও সাধারণ জনগনের পাশে দাড়ায় আপনার কোম্পানি।

৬. অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ঝুঁকি, টেকসই উন্নয়নে হুমকি এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবঃ

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পেশকৃত প্রতিবেদনে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিমিটেড কর্তৃক এর গ্যাসের অতিরিক্ত মূল্য দাবীর বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

এই বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, আপনাদের কোম্পানির সাথে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমসের একটি গ্যাস বিক্রয় চুক্তি রয়েছে যা ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ অবধি বলবৎ। গ্যাসের দাম নিয়ে আপনার কোম্পানি ও জালালাবাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোম্পানির আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধটি সমাধান করা যায়নি। ফলশ্রুতিতে, বিরোধটি সমাধানের জন্য কোম্পানি গ্যাস বিক্রয় চুক্তির শর্ত মোতাবেক জালালাবাদ কোম্পানিকে সালিশী নোটিশ জারি করেছে।

এর পাশাপাশি সুরমা প্ল্যান্টে গ্যাস সরবারহ অব্যাহত রাখতে স্থিতাবস্থা চেয়ে মহামান্য আদালতে আবেদন করে আপনার কোম্পানি। ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে একটি আদেশ দেয় যে, কোম্পানির সুরমা প্ল্যান্টে গ্যাস সরবারহ অব্যাহত রাখতে হবে। আদেশ অনুসারে, আপনার কোম্পানি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারের নামে ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত অমিমাংসিত বিলের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি আদালতে জমা দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন অনুসারে এই বিরোধ মামলায় কোম্পানির পক্ষে দৃঢ় আইনগত ভিত্তি রয়েছে এবং আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড কোম্পানির পক্ষে আসবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

ক্রস বর্ডার প্রজেক্ট হওয়ায় সব সময়ই আপনার কোম্পানি কিছু বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভারতীয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানি থেকে চুনাপাথর সরবরাহে যে কোনো বাধা ব্যবসার ধারাবাহিকতায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। সকল প্রযোজ্য আইন মেনে চলা এবং স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন এ ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় সিমেন্টের উৎপাদন বেশি। তারপরও কোম্পানিগুলো উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং দামের উপর চাপ পড়বে। বাংলাদেশে ক্লিঙ্কারের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করে এশিয়ায় ক্লিংকারের প্রাপ্যতার উপর। আপনার কোম্পানির উপর যার প্রভাব রয়েছে।

৭. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো সকল প্রকার ঝুঁকি সঠিকভাবে নিরুপন করা এবং তা ব্যবস্থাপনায় তদারকি করা। সম্ভাব্য ঝুঁকি সনাক্ত ও বিশ্লেষণের জন্য সর্বাধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির প্রয়োজন এবং কোন প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা থাকলে সেটা হ্রাস করার সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ক্রেডিট, লিকুইডিটি ও মার্কেট ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

ক. ক্রেডিট রিস্ক / বকেয়া ঝুঁকিঃ

চুক্তি অনুযায়ী কোন ক্রেতা বা আর্থিক অংশীদার শর্তপূরণে ব্যর্থ হতে পারে। এ ধরনের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিকে বকেয়া ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়। নতুন ক্রেতাদের জন্য তাই বকেয়া নীতি তৈরী করা হয়েছে। যেখানে নতুন ক্রেতাদের আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। ক্রেতাদের বকেয়ার পরিমাণ নিয়মিত তদারকি করা হয়। বকেয়া কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো ভাবে বকেয়ার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করার সুযোগ নেই। সকল ব্যবসায়ী ও অনান্য ক্রেতাদের জন্য কোম্পানি ব্যাংক গ্যারান্টি ও সিকিউরিটি চেক নিয়ে থাকে।

খ. লিকুইডিটি রিস্ক / আর্থিক ঝুঁকিঃ

কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত কোন চুক্তি বা দায়িত্বপালনে যদি কোম্পানি ব্যর্থ হয় সে সংক্রান্ত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কোম্পানিকে নগদ কিংবা সম্পদের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হতে পারে। এটাই লিকুইডিটি রিস্ক। কোম্পানির সুনাম যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেটার জন্য লিকুইডিটি রিস্ক যত দ্রুত সমাধান যায় সে লক্ষ্যে কোম্পানি কাজ করে।

গ. বাজার ঝুঁকিঃ

বাজার মূল্যের পরিবর্তনের কারণেই বাজার ঝুঁকি তৈরি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার হার ও সুদের হার কোম্পানির আয় ও আর্থিক কার্যাবলীর ওপর প্রভাব ফেলে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য ও গ্রহণযোগ্য পরিমাপগুলোর মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। এর মধ্যে তিন ধরণের ঝুঁকি বিদ্যমানঃ বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি, সুদের হারের ঝুঁকি ও পণ্যসামগ্রীর ঝুঁকি।

বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি - বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় মূল্য সম্পর্কিত ঝুঁকি আপনার কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য। কোম্পানির ব্যবসা সাধারণত ইউরো, মার্কিন ডলার, সুইস ফ্র্যাঙ্ক ও ভারতীয় মুদ্রার লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত।

সুদের হার সম্পর্কিত ঝুঁকি -বাজারে সুদের হার পরিবর্তনের কারণে আর্থিক উপকরণের নায্য মুল্য ও নগদ অর্থমূল্যের মান ওঠানামা করলে এই ঝুঁকি তৈরি হয়। এর ফলে কোম্পানি স্বল্প মেয়াদের আমানত ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

পণ্যসামগ্রী ঝুঁকি - পণ্যের মুল্য, পরিমাপ ও বাজার দামের ওঠানামার ক্ষেত্রে কোম্পানি পণ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এসবের উপর নির্ভর করে কোম্পানির পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় হয়ে থাকে।

৮. অংশীদারদের সাথে লেনদেন (রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন)ঃ

আইএএস ২৪ এর বিধান অনুসারে যে সকল চুক্তি রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন হিসাবে গণ্য, তা কোম্পানির স্বাভাবিক ব্যবসা পরিচালনার অংশ। এ সম্পর্কিত সমস্ত অংশীদারের নাম, লেনদেনের ধরণ, চুক্তি ও কার্যাবলীর বিবরণী ২৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯. আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালকদের ঘোষণাঃ

পরিচালকগণের মতে কোম্পানি একটি "গোয়িং কনসার্ন"। সেই মোতাবেক আর্থিক প্রতিবেদন গোইং কনসার্ন ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে পরিচালকগণ আর্থিক এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনার অংশ হিসাবে পরিচালকরা জ্ঞানত নিশ্চিত করছে যেঃ

- আর্থিক প্রতিবেদন কোম্পানির বর্তমান অবস্থা, পরিচালনা তথা সকল কাজকর্ম, লেনদেন ও পরিবর্তনের ফলাফল উপস্থাপন করে।
- অ্যাকাউন্টের সকল নিয়মাবলি মান্য করা হয়েছে।
- আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) বা আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুসরণ করা হয়েছে। সমস্ত নিয়ম মেনেই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেখান থেকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আর্থিক বিবরণী তৈরীতে কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে প্রাথমিকভাবে আইএফআরএস ১৫ এবং আইএফআরএস ৯ প্রয়োগ করে আসছে।
- ১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে আরও কিছু নতুন নীতি কার্যকর হয় তবে সেগুলি কোম্পানির আর্থিক বিবৃতিতে সরাসরি কোন প্রভাব ফেলছে না।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে সুরক্ষিত।
- কোম্পানির কার্যক্রম যথাযথ ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক বিষয়ের সাথে অন্যান্য সূচকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিচালনা করেছে।
- পরিচালনা পর্ষদ সন্তোষজনক মনোভাব ব্যক্ত করেছে এবং ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া পর্যাপ্ত সক্ষমতা রয়েছে বলে যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা করে। এবং আর্থিক বিবরণী সর্বোচ্চ গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছে।
- কোম্পানি অন্তর্বর্তীকালীন কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি ।
- গত পাঁচ (৫) বছরের মূল কার্যাবলী এবং আর্থিক তথ্যাদি, বিক্রয়কৃত সামগ্রীর মূল্য, মোট লাভের পরিমাণ, নিট লাভের পরিমাণ পরিশিষ্ট -১ এ প্রকাশ করা হয়েছে।
- পরিশিষ্ট- ২ এ পরিচালনা পর্ষদের সভার বিবরণ এবং উপস্থিতি, সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তসহ পরিচালকদের নিয়োগ ও পুনরায় নিয়োগের বিবরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।
- শেয়ারহোল্ডাদের ধরণ পরিশিষ্ট-৬ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

- কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের আওতায় প্রধাণ নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত একটি বিবরণী পরিশিষ্ট-৭ এ প্রকাশিত হয়েছে।

- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত ম্যানেজমেন্টের আলোচনা ও বিশ্লেষণ কোম্পানির অবস্থান ও কার্যক্রম উপস্থাপনের সাথে আর্থিক বিবৃতিতে পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিষয় পরিশিষ্ট- ৮ এ প্রকাশ করা হয়েছে।

১০. গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনঃ

লাফার্জহোলসিম এবং সিমেন্টোস মলিন্স গ্রুপের অংশ হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজনেই আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নির্মাণের ব্যয় হ্রাস করে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে উচ্চমান রক্ষা করা কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের গবেষণা কর্মীরা সর্বাধিক উদ্ভাবনী পণ্য, সমস্যা সমাধান ও পরিসেবার পাশাপাশি উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিতে কাজ করে থাকে।

১১. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ

কোম্পানির নীতিমালা ও কার্যক্রমের দিক নির্দেশনাবলী কোম্পানিতে নথিভুক্ত রয়েছে, যা নির্দিষ্ট সময়ে পর্যালোচনা করা হয়। এসব নীতিমালা ও দিকনির্দেশাবলী মনিটর করে অডিট কমিটির কাছে প্রতিবেদন পাঠায়।

১২. শেয়ারের ধরণঃ

আপনার কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। নিম্নে কোম্পানির মোট শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

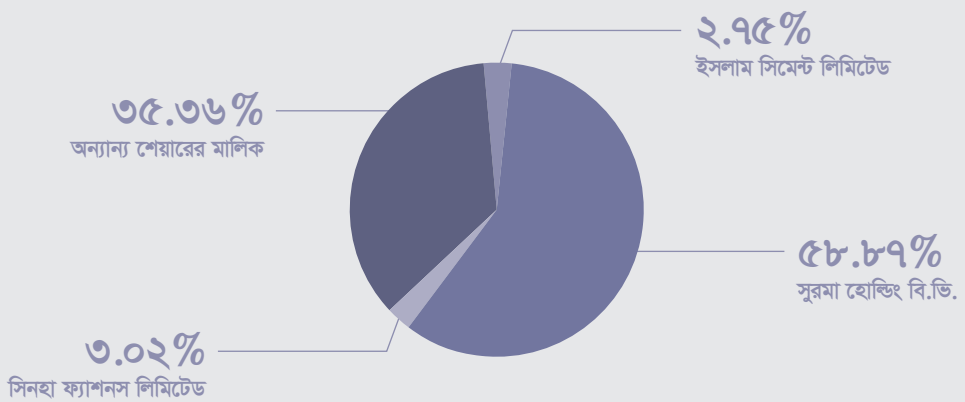

শেয়ারহোল্ডিংয়ের ধরণ সম্পর্কে আরও তথ্য এই প্রতিবেদনের **পরিশিষ্ট- ৬** যুক্ত করা হয়েছে।

সুরমা হোল্ডিং বি.ভিঃ

আপনার কোম্পানির ৫৮.৮৭% শেয়ারের মালিক নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক কোম্পানি সুরমা হোল্ডিং বি.ভি.। সুরমা হোল্ডিং বি.ভি.'র ৫০% শেয়ারের মালিক সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক লাফার্জহলসিমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান লাফার্জ এস.এ., আর বাকী ৫০% শেয়ারের মালিক স্পেনের সিমোলিন্স ইন্টারনাসিয়োনাল।

উদ্যোক্তাদের সম্পর্কেঃ

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক লাফার্জহোলসিম গ্রুপ চারটি বিভাগে ব্যবসা পরিচালনা করে: সিমেন্ট, অ্যাগ্রিগেটস, রেডি-মিক্স কংক্রিট এবং সল্যুশনস অ্যান্ড প্রোডাক্টস (যার মধ্যে প্রিকাস্ট কংক্রিট, শিলা, মর্টার এবং বিল্ডিং সল্যুশনস পরিসেবা অন্তর্ভুক্ত)। লাফার্জহোলসিম নির্মাণ সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। বিশ্বকে কীভাবে আরও সবুজ, স্মার্ট ও অধিকতর বসবাসযোগ্য করা যায় সেই লক্ষ্যে কোম্পানিটি কাজ করছে। নেট জিরো কোম্পানি হওয়ার পথে লাফার্জহলসিম কার্বন-নিরপেক্ষ নির্মাণ উদ্বুদ্ধ করছে।

কোম্পানিটি বর্জ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বর্জ্য শক্তি এবং কাঁচামাল হিসাবে পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থান দখল করেছে। উদ্ভাবন এবং ডিজিটালাইজেশন হলো কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি ব্যবহৃত হয় পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী উদ্ভাবনে। বিস্তারিত জানতে এই ঠিকানায় ভিজিট করুন https://www.lafargeholcim.com

স্পেনের নির্মাণ খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি হলো সিমেন্টোস মলিন্স। দক্ষতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য বছরের পর বছর ধরে রেখেছে। সিমেন্টোস মলিন্স গ্রুপ স্পেন, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, মেক্সিকো, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, তিউনিসিয়া এবং বাংলাদেশে কাজ করে। সিমেন্ট ছাড়াও এটি কংক্রিট, অ্যাগ্রিগেটস, প্রিফ্যাব্রিকেটেড কংক্রিট ও ইকোম্যাটেরিয়ালস ব্যবসা পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানতে এই ঠিকানায় ভিজিট করুন https://www.cemolins.es

সুরমা হোল্ডিং বি.ভি. ছাড়াও আপনার কোম্পানির অন্যান্য উদ্যোক্তা হলেন বাংলাদেশের ইসলাম সিমেন্ট লিমিটেড এবং সিনহা ফ্যাশনস লিমিটেড।

১৩. পরিচালনা পর্ষদঃ

(ক) পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বার (১২) জন সদস্য নিয়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। তার মধ্যে তিন (৩) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক।

(খ) স্বতন্ত্র পরিচালক/ ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর

স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মনজুরুর রহমান দুই মেয়াদ দায়িত্ব পালন করার পর এ বছর অবসর গ্রহণ করেন। পরিচালনা পর্ষদে জনাব মনজুরুর রহমানের অবদান অপরিসীম। তার মূল্যবান অবদানের জন্য কোম্পানি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের বিধানাবলী অনুসারে পরিচালনা পর্ষদ জনাব রাজীব প্রসাদ সাহাকে তিন বছরের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করে যা ২৬ জানুয়ারী ২০২১ থেকে কার্যকর হয়।

জনাব রাজীব প্রসাদ সাহাকে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনের জন্য ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। আইনানুসারে স্বতন্ত্র পরিচালকগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসরে যেতে বাধ্য নন। জনাব রাজীব প্রসাদ সাহার জীবন বৃত্তান্ত এই বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি অংশ।

(গ) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের পদত্যাগ

কোম্পানির পরিচালক জনাব শিবেশ কুমার সিনহা কোম্পানির পরিচালক এবং কোম্পানির নিরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসাবে পদত্যাগপত্র জমা দেন যা ৯ অক্টোবর ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে। জনাব শিবেশ কুমার সিনহা ১৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিচালনা পর্ষদ তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে এবং কোম্পানির প্রতি তাঁর সহযোগিতা, বিজ্ঞ পরামর্শ ও কৌশলগত দিকনির্দেশনাসহ মূল্যবান অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

(ঘ) পরিচালক নিয়োগ

কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ১৫.১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে গত ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ সুরমা হোল্ডিং বি.ভি. মিসেস সোনাল শ্রীবাস্তবকে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে মনোনয়ন দেন।

কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ১৫.১.৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে মিসেস সোনাল শ্রীবাস্তবকে ২০২০ সালের ৯ই অক্টোবর থেকে এই কোম্পানির পরিচালক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) পুনরায় নির্বাচনের জন্য সুপারিশঃ

১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইনের তফসিল ৭৯ এর বিধি অনুসারে বোর্ডের নিম্নলিখিত পরিচালকগণ ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন এবং পুনরায় নির্বাচনের জন্য আসবেন।

- জনাব ক্রিস্টোফ হ্যাসিগ
- জনাব মনজুরুল ইসলাম
- মিসেস সোনাল শ্রীবাস্তব

পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে উল্লিখিত তিন পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল পরিশিষ্ট-৩ এ সংযোজন করা হয়েছে।

(চ) পরিচালনা পর্ষদের সাব কমিটিঃ

কোম্পানিতে সুশাসন নিশ্চিত করতে পরিচালনা পর্ষদ আইনানুসারে দুটি সাব-কমিটি গঠন করেছে।

- অডিট কমিটিঃ পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান পদে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক সহ তিনজন পরিচালকের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করেছে। অডিট কমিটি কোম্পানির যে কোনো ত্রুটি এবং ঘাটতিগুলো সনাক্ত করে অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
  পাশাপাশি অডিট কমিটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি বিধান মেনে চলার বিষয়টিও নিশ্চিত করে। এছাড়াও অডিট কমিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ অ্যাকাউন্টিং নীতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে।

- মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি (এনআরসি): পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান পদে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক সহ তিনজন পরিচালকের সমন্বয়ে মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি গঠন করেছে। যেখানে নীতি নির্ধারণ ও পারিশ্রমিক নীতিমালা, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, কর্মীদের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়।

(ছ) পরিচালনা পর্ষদ ও সাব কমিটির সভা এবং উপস্থিতিঃ

২০২০ সালে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং কোম্পানির অডিট কমিটির চারটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির এনআরসি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ভ্রমণে বিধিনিষেধ মান্য করা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ, অডিট কমিটি, এনআরসি সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) আদেশ নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৫ তারিখ ৮ জুলাই ২০২০ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পরিচালকদের সভার তারিখ এবং উপস্থিতি রেকর্ড সহ বিশদ বিবরণ এই বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেসব পরিচালক সভায় অংশ নিতে পারেননি তাদের অনুপস্থিতি মঞ্জুর করা হয়।

১৪. কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্ল্যায়েন্স স্টেটমেন্টঃ

কোম্পানি ২০১৮ সালের ৩ জুন তারিখে প্রকাশিত বিএসইসি বিজ্ঞপ্তি নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/অ্যাডমিন/৮০ এর প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশিকাগুলি মেনে চলেছে। ২০২০ সালের বার্ষিক এই প্রতিবেদনে সঙ্গে কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্ল্যায়েন্স রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মন্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। চার্টার্ড সেক্রেটারি অ্যান্ড কনসালটেন্ট আল-মুকতাদির এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সনদ প্রদান করেছেন, যা এই বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিশিষ্ট ১১ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৫. অডিটর:

(ক) অডিটর রিপোর্ট:

কোম্পানির স্টেটুটোরি অডিটর শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পেশকৃত প্রতিবেদনে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড কর্তৃক দাবীকৃত গ্যাসের অতিরিক্ত মূল্যের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন করেছেন। স্টেটুটোরি অডিটর যে সকল বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষন করেছেন সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের ব্যাখ্যা বা মন্তব্যগুলি এই রিপোর্টের ছয় নং নোটে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

(খ) স্টেটুটোরি অডিটর:

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২১০ ধারা অনুসারে বর্তমান অডিটরস মেসার্স হোদাভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন এবং পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

(গ) কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্ল্যায়েন্স অডিটর:

বিএসইসির কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রতিবছর কোম্পানি পেশাদার অ্যাকাউন্টেন্ট / সচিব (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট/চার্টার্ড সেক্রেটারি) এর কাছ থেকে কমপ্ল্যায়েন্সের সনদ গ্রহণ করে।

মেসার্স আল-মুকতাদির অ্যাসোসিয়েটস ও চার্টার্ড সেক্রেটারি এন্ড কনসালটেন্ট, ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন এবং পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১৬. শিল্প আউটলুক এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত বিকাশঃ

নানাধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে কমবেশী ৬% (২০১৯ সালে ৭.৯%) প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সূচক অনুসারে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ৩০০ বিলিয়ন থেকে ৭০০ বিলয়ন ডলারের অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে পরিণত হবে।

২০২০ সালের এপ্রিলে আইএমএফ পূর্বাভাস প্রকাশ করে যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ২% হ্রাস পাবে এবং ২০২১ সালে আবারও ৯.৫% এ ফিরে আসবে। ২০২০ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যে লকডাউন বিধিনিষেধের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস তৈরি পোশাক (জিডিপি'র ১৩ শতাংশ) এবং রেমিটেন্স (জিডিপি'র ৭ শতাংশ) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

জুনের প্রথম সপ্তাহে লকডাউন সহজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়। অতিরিক্ত ২% নগদ প্রণোদনা প্রদানের কারণে রেমিটেন্স (২০২০ সালের পর থেকে প্রতি মাসে ২ বিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পায়। তৈরি পোশাক রপ্তানি পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে বিশ্বব্যাপী লকডাউন (দ্বিতীয় স্তর) এবং বাংলাদেশের প্রধান বাজার ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে খুচরা বিক্রয় কম হবার কারণে বর্তমান অবস্থান কোভিডের পূর্বের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বাহ্যিক খাত সমূহের শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে চলতি অর্থবছরে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) প্রবৃদ্ধির গতি আবারও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

অন্যদিকে আর্থিক উদ্দীপনা ব্যবস্থাগুলো দেশীয় চাহিদা জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর বৈদেশিক মুদ্রা (৩৭ বিলিয়ন ডলার) এবং নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক মুদ্রার বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল মুদ্রার দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে। আর্থিক ঘাটতি মাঝারি মেয়াদে উদ্বেগজনক, যদিও সরকারী ঋণের নিম্ন স্তরের (জিডিপির ৪০ শতাংশ) এটিকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করে।

সারাদেশে সাধারণ প্রকল্প এবং স্বতন্ত্র হাউজ বিল্ডার (আইএইচবি) বিভাগে নির্মাণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অতিমারীর কারণে সিমেন্টের ব্যবহার আনুমানিক ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২০ সালে সিমেন্টের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৩.৪ মিলিয়ন টন এবং ২০২১ সালে এই চাহিদা বাড়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাজার চাহিদা বিকাশ সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের অন্যতম নিম্নতম চাহিদার দেশ যেখানে মাথাপিছু সিমেন্টের খরচ মাত্র ২০০ কেজি।

১৭. স্বীকৃতিঃ

অব্যাহত দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসসহ, ভারত সরকার ও মেঘালয়ের রাজ্য সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। কোম্পানির সকল সন্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ও ক্রেতা, ব্যবসায়ী, বিক্রেতা, ব্যাংক, সরবরাহকারী, ব্যবসায়িক অংশীদারদের সহায়তা এবং পরিসেবার জন্য সাধুবাদ জানাই। এছাড়াও মেঘনা, মোংলা ও সুরমা প্ল্যান্ট এবং মেঘালয়ের খনির আশেপাশের স্থানীয় লোকালয়ের সহযোগিতার জন্য আমরা সব সময় ঋণী। কোম্পানির সাথে নিবেদিত ভাবে কাজ করা সমস্ত কর্মীদের অবদানকে আমরা স্বীকৃতি দিতে চাই। পরিশেষে কোম্পানীকে ক্রমাগত এবং মূল্যবান সহায়তার প্রদানের জন্য উদ্যোক্তা ও পরিচালকবৃন্দের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে

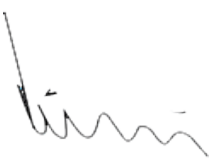

ক্রিস্টোফ হ্যাসিগ
চেয়্যারম্যান

তারিখঃ মার্চ ১৪, ২০২১